"নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান
বিবি-ধর মা-ঝ -দখ মিলন মহান।"

ধর্মনিরপ-ক্ষ -দশ এই ভারতবর্ষ। যু-গ যু-গ এ-স-ছ শক, হূন, মুঘল, পাঠান, ইংরেজ প্রভৃতি নানা জাতি নানা ধর্মের মানুষ। এদের আগমনে পবিত্র ভারতভূমি মিলনতীর্থ হয়ে উঠেছে। এরা সকলেই পবিত্র ভারতভূমির মাটিতে একসূত্রে গড়ে তুলেছিলেন বৈচিত্র্যের মধ্যে মূলগত ঐক্য। এক জাতি এক সূত্রে ঐক্য সুদৃঢ় হ-য় উ-ঠ-ছ। ঐক্য সুদৃঢ় হ-য়-ছ সংস্কৃতির ভাব-বিনিম-য়। কিন্তু জাতির জীব-ন জাতীয় সংহতি গ-ড় -তালার অদম্য প্র-চষ্টা বারে বারে ব্যহত হয়েছে। পরাধীন দেশে ব্রিটিশ শক্তি বারে বারে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাস্পে দেশবাসীর ঐক্যশক্তিকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু দেশবাসী ব্রিটিশ বিরোধী আ-ন্দাল-নর মধ্য দি-য় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বি-শ-ষ জাতীয় সংহতির আদর্শ গ-ড় -তালার কাজে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। হাজার হাজার বীর বিপ্লবীদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সা-লর ১৫ই আগষ্ট -দশ স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার -চাষট্টি বছর অতিক্রান্ত হয়ে -গ-ছ। কিন্তু স্বাধীন ভারতব-র্ষ জাতির জীব-ন জাতীয় সংহতি বা-র বা-র বিপন্ন। চারিদি-ক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, আঞ্চলিক বিদ্বেষ, ধর্ম এবং ভাষাগত প্রভেদের কারণে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হয়েছে। দিকে দিকে বিষাক্ত নাগিনীর দল সাম্প্রদায়িক বিষবাস্প ছড়িয়ে দিয়েছে। বিপন্ন হ-য় উ-ঠ-ছ মানব জীবন। সংকট ঘনি-য় এ-স-ছ জাতির জীব-ন জাতীয় সংহতির ভাবধারায়। কিন্তু বা-র বা-র জাতীয় সংহতি বিপন্ন হ-লও ভার-তর মাটি -থ-ক ভারতবাসীর অখন্ড মানবতার ধ-র্ম জাতীয় পতাকা তর তর ক-র উ-ড় চ-ল-ছ। কারণ আমরা ভারতবাসী। আমরা একজাতি--স জাতির নাম মানব জাতি। এই মহান সত্যাদ-র্শ আমরা বিশ্বাসী। মনুষ্য-ত্বর পরিচ-য় আমা-দর জাতীয় সংহতির ঐতিহ্য গ-ড় ও-ঠ-ছ। মূল্য-বাধ আর -দশ -প্র-মর আদ-র্শ আমা-দর জাতীয় সংহতি আজও অটুট। কবির ভাষায় -

আয় আরও হা-ত হা-ত -র-খ
আয় আরও -বঁ-ধ -বঁ-ধ থাকি।

আজও পরস্পর প্রীতির বন্ধ-ন আবদ্ধ হ-য় হা-ত হাত -র-খ আমরা জাতীয় সংহতির ঐক্য বজায় -র-খ চ-লছি।

মাটির সঙ্গে সংলগ্ন শেকড় গাছকে আঁকড়ে ধরে রাখে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের (ঝড়-ঝঞ্জা) হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। তেমনি জাতির জীবনে জাতীয় সংহতি ধরে -র-খ-ছ -দশবাসীর ঐক্য প্র-চষ্টায়। মানবধ-র্ম এক্য দৃঢ়বদ্ধ হ-য়-ছ। এই ঐক্য প্র-চষ্টা প্রথম ধাপে এসেছে দেশের অতীত ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির ঐক্যসূত্রের ধারায়। অতীত ঐতিহ্যধারার সংস্কৃতিই হল গ্রাম--কন্দ্রিক জীবনধারার সংস্কৃতি। হাজার হাজার বছর ধ-র বংশ পরম্পরা লালন ক-র চ-ল-ছন গ্রা-মর মানুষ এই -লাকায়ত সংস্কৃতির ধারা-ক। দীর্ঘকাল ধ-র -লাকসমা-জ চ-ল আসা সংস্কৃতিই হল '-লাকসংস্কৃতি'। -লাকসংস্কৃতির বিষয় বিভাজ-নর দি-ক লক্ষ্য রাখ-ল আমরা দুটি পর্যা-য় ভাগ কর-ত পারি। -যমন --

১। উপাদান বিমুক্ত লোকসংস্কৃতি।

২। উপাদান নির্ভর -লাকসংস্কৃতি।

উপাদানবিমুক্ত লোকসংস্কৃতির বিষয় গুলি হল লোকছড়া লোকধাঁধা, লোকগান, গাথা-গীতিকা, -লাককথা, -লাকপুরাণ প্রবাদ-প্রবচন প্রভৃতি। আর উপাদান নির্ভর লোকসংস্কৃতি ক্ষেত্রগুলি হল লোকযান, লোক পোষাক-পরিচ্ছদ, -লাকখাদ্য, -লাক আসবাবপত্র, লোকশিল্প, লোকধর্ম, -লাকউৎসব, -লাক-মলা ও -লাকাচার বিশ্বাস প্রভৃতি।

ভার-তর জাতীয় সংহতির বিকাশ ধারা গ্রাম-কন্দ্রিক সংস্কৃতির ভাব-ভাবনায় পুষ্ট। ভারতব-র্ষর সিংহভাগ মানুষ গ্রাম-সংস্কৃতির অঙ্গনে দৈনন্দিন জীবনধারা লালন পালন করে চ-ল-ছন। পল্লী সংস্কৃতির সুদৃঢ় বন্ধ-ন -লাকজীব-ন জাতীয় -চতনার ভাবনা জাগ্রত হয়। বি-শষ ক-র পল্লীগ্রা-মর পালা-পার্বন-উৎসব ও লোকমেলা প্রাঙ্গণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বি-শ-ষ সব সম্প্রদা-য়র মানুষ সম-বত হন। ভারতব-র্ষর বিভিন্ন প্র-দ-শর গ্রাম-কন্দ্রিক -লাক-মলা গুলি ধর্মীয় উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আয়োজিত হলেও জাতি-ধর্ম নির্বি-শ-ষ সব সম্প্রদা-য়র মানুষ মিলন -মলায় মিলিত হন। এখনও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রা-ন্ত গ্রাম-কন্দ্রিক পীর-ফকির কিম্বা বনবিবির উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলা প্রাঙ্গণে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদা-য়র মানুষ ছু-ট আ-সন। আবার হিন্দুর উৎসব-পার্বণ উপল-ক্ষ্য আয়োজিত মেলা প্রাঙ্গণেও ধর্মীয় বিভেদ ভুলে গিয়ে মুসলমান নর-নারীরা স্বতঃস্ফূর্ত ভা-ব মিলিত হন। অনেক সময় উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ মেলা প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে ছড়া বা গা-নর সুর-তাল ল-য় হা-ত হাস ধ-র নৃত্য প্রদর্শন ক-র থা-কন। -লাকনৃ-ত্যর সু-তাল, ঝংকা-র সম-বত নর-নারী-দর হৃদ-য় জাতীয় -চতনার উ-ন্মষ ঘ-ট। মিলন -মলায় ভাব সংস্কৃতির বিনিম-য় জাতীয়-চতনার ভাবনায় জাতীয় সংহতি মজবুত হ-য় উ-ঠ-ছ। -দ-শর গ্রাম সংস্কৃতির প্রীতির বন্ধ-ন নর-নারী-দর হৃদ-য় জন্ম -নয় স্ব-দশ -প্রম-বাধ। রবীন্দ্রনাথ পল্লী বাংলার এই লোকমেলা গুলির আয়োজনের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কেননা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এই লোকমেলাগুলিই পল্লীগ্রামের মিলনমেলার প্রাণকেন্দ্র। ধর্মীয় ও আধ্যত্ব চিন্তা

-চতনা প্রসারের পাশাপাশি জাতি গঠনের প্রক্রিয়াও সম্পন্ন হয়। তাই 'স্ব-দশী' সমাজ প্রব-ন্ধ রবীন্দ্রনাথ ব-ল-ছন --

"আমা-দর -দশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মা-ঝ মা-ঝ যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্ত চলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন -মলায় তাহার প্রধান উপায়। এই -মলায় আমা-দর -দ-শ বাহির-ক ঘ-রর ম-ধ্য আহ্বান ক-র। এই উৎস-ব পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়-তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ। -যমন আকা-শর জ-ল জলাশয় পূর্ণ করিবার বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।"

-লাকশিল্প গ্রাম-সংস্কৃতির অঙ্গ। গ্রামে বসবাসকারী '-লাক' বা সাধারণ মানুষ যারা -লাকায়ত চিন্তা-চেতনায় নিজস্ব প্রযুক্তিবিদ্যায় সৃষ্টি করে চলেছেন শিল্পধারায়। এ যেন শিল্পীর নিজস্ব চিন্তা--চতনার জগ-তর সৃষ্টিকর্ম। শি-ল্পর কারিগর হ-লও শিল্পসামগ্রী উদ্ভাব-ন যন্ত্রসভ্যতার মুখা-পক্ষী হন না। এক সময় জীবন জীবিকার তাগি-দই গ্রাম-কন্দ্রিক লোকশিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ লোকশিল্পীদের হাতে হলেও পরে নান্দনিকতা এসে যুক্ত হ-য়-ছ। নান্দনিকতাই -লাকশিল্প-ক আকর্ষণীয় ক-র তু-ল-ছ। জনসমা-জ এই শি-ল্পর কদর -ব-ড়-ছ। -লাকশি-ল্পর প্রতি -দ-শর মানু-ষর সহানুভূতি ও অনুরাগ মিশ্রিত হ-য়-ছ। -লাকশিল্পী-দর ম-নর গভীরতায় কা-লর ধ-র্ম জন্ম নি-য়-ছ জাতীয়তা-বা-ধর চিন্তাধারা। শিল্পী-দর ম-ন স্ব-দশ-প্রম-বা-ধর ধারায় সৃষ্টি হ-য় চ-ল-ছ কা-ল কা-ল -লাকশিল্পসামগ্রী। -দশব্যাপী সামাজিক কিম্বা ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠা-ন কিম্বা পরব-পার্বণে মন্ডপ সজ্জায় -লাকশিল্পসামগ্রী -যমন মৃৎশিল্প, বাঁশ--ব-তর শিল্প, খড় ও সাবাই ঘা-সর শিল্প, পট শিল্প, মু-খাশ শিল্প, -টরা-কাটা শিল্প, -ডাক্‌রা শিল্প ও মাদুর শি-ল্পর চাহিদা -ব-ড়-ছ। -লাকশি-ল্পর প্রতি সহানুভূতি ও আনুগত্য প্রদর্শ-নর মধ্য দি-য় -দ-শর মানু-ষর হৃদয়ধ-র্ম জাতীয় সংহতির ভাবনা জাগ্রত হয়ে চলেছে। যে কারণে পবিত্র ভারতবর্ষে আজও জাতির প্রাণধ-র্ম জাতীয় সংহতি অটুট।

জা-তর -চ-য় মানুষ সত্য

অধিক সত্য প্রা-ণর টান,

প্রাণ-ঘ-র সব এক সমান।

মানু-ষর পরিচয় মনুষ্য-ত্ব, মানু-ষর পরিচয় জাতি-ধ-র্ম নয়। ঈশ্ব-রর সৃষ্টি এই পৃথিবীতে এক জাতি যে জাতির নাম মানুষজাতি। এদেহে এক রক্ত এক প্রাণের ধর্ম। প্রাণের

সঙ্গে প্রাণের দৃঢ় বন্ধন গড়ে উঠে প্রীতির সৌহার্দ্যে। স্বামী বি-বকানন্দ ভারতব-র্ষর বিভিন্ন প্রা-ন্ত পল্লীর প-থ প-থ চন্ডাল, মুচি, -মথর, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সম্প্রদা-য়র মানু-ষর সান্নি-ধ্য এ-সছি-লন। কি হিনদু, কি মুসলিম, কি খ্রিষ্টান - সকল সম্প্রদা-য়র মানুষ-ক খুব কাছ -থ-ক -দখবার -চষ্টা ক-রছি-লন। সমগ্র ভারতবাসী-ক মানবতা-বা-ধর আদ-র্শ ঐক্যবদ্ধ কর-ত -চ-য়ছিলেন। তাই তিনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষনা করেছিলেন - ''..... ভুলিও না নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদ-র্প বল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চন্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভার-তর -দব-দবী আমার ঈশ্বর, ভার-তর সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার -যীব-নর উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী, বল ভাই ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিনরাত, -হ -গৌরীনাথ, -হ জগদ-ম্ব, আমায় মনুষ্যত্ব দাও, মা আমায় দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর। ভারতব-র্ষর মাটি-ত জাতীয়তা-বা-ধর ভাবধারা বি-বকানন্দ প্রতিষ্ঠিত কর-ত -চ-য়ছি-লন ভারতীয় ঐতিহ্য ও -লাকায়ত জীবনদর্শ-ন। জীবন দর্শ-নর এই ভাবাদ-র্শই রাম-মাহন, বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথ এরা সকলেই ভারতীয় লোকঐতিহ্যের নিরিখে পবিত্র ভারতবর্ষের মাটিতে জাতীয়তাবো-ধর ভাবধারা জনমান-স জাগ্রত করবার প্র-চষ্টা ক-রছি-লন। রবীন্দ্রনা-থর ভাষায় - "বিবি-ধর মা-ঝ -দখ মিলন মহান।"

তথ্যসূত্রঃ-

১। বাঙালির ইতিহাস ঃ- নীহাররঞ্জন রায়।

২। বাংলার -লাকসংস্কৃতি ঃ- ডঃ আশু-তাষ ভট্টাচার্য্য।

৩। বাংলার -লাকসংস্কৃতির সমাজতত্ব ঃ- বিনয় -ঘষ।

৪। বাংলার -লাকসংস্কৃতি ঃ- ওয়াকিল আহমদ।

৫। বাংলা প্রবা-দ স্থান-কাল পাত্র ঃ- ডঃ বরুণকুমার চক্রবর্তী।

৬। পুরুলিয়ার -লাকসংস্কৃতি ঃ- ডঃ মিতা ঘোষ বক্সি।